হজে প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাতাওয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ফাতাওয়াসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ফাতওয়া: ১০

জনৈক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, আপনার সাথে হজ করার সমতুল্য কি? তিনি বললেন: “রমযানে ওমরা করা”[1]।[2]

>

ফুটনোট

[1] আহমদ।

[2] হজের নির্দিষ্ট মাস ও দিন রয়েছে কিন্তু ওমরার তা নেই। ওমরা সারা বছর যখন ইচ্ছা করা যায়, তবে রমযান মাসের ওমরায় অনেক ফজিলত ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য মাসের ওমরায় নেই। আবু মাকাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজার হাদিস থেকে জানি রমযানের ওমরা হজের সমপরিমাণ। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সূত্রে আরো ব্যাখ্যাসহ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী নারীকে বলেন: “কিসে তোমাকে বাঁধা দিয়েছে আমাদের সাথে হজ করনি?” সে বলল: আমাদের দু’টি উট ছিল, একটির উপর অমুকের বাবা ও তার ছেলে যাত্রা করেছে। অপরটি আমাদের জন্য রেখে গেছে, আমরা তা দিয়ে কৃষি জমি সেচ করতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

«فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرةً في رمضان حجة».

“যখন রমযান আসবে ওমরা কর, কারণ রমযানের ওমরা হজ”। নবীর সাথে হজ করতে না পারা নারীকে তিনি রমযানে ওমরা করার নির্দেশ দিচ্ছেন যেন হজের বরাবর সাওয়াব হাসিল হয়। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ রমযান মাস কল্যাণের মাস, তাই রমযানের ওমরা হজের সমান হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তবে তার দ্বারা হজের ফরজ আদায় হবে না। এ জাতীয় ফজিলতের উদাহরণ, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«من قرأ "قل هو الله أحد" فقد قرأ ثلث القرآن». متفق عليه.

“যে সূরা ইখলাস পাঠ করল, সে কুরআনুল কারীমের এক তৃতীয়াংশ পাঠ করল”। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম) অনুরূপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«صلاة في مسجدي ـ أي المسجد النبوي ـ أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه».

“আমার মসজিদে এক সালাত অন্যান্য মসজিদে এক হাজার সালাত থেকে উত্তম মসজিদে হারাম ব্যতীত, আর মসজিদে হারামে এক সালাত অন্যান্য মসজিদে এক শো হাজার সালাত থেকে উত্তম”। (আহমদ ও ইবন মাজাহ)।

এসব ফযীলতের অর্থ এটা নয় যে, নবীর মসজিদে এক সালাত এক হাজার সালাতের মোকাবিলায় যথেষ্ট, অতএব পরবর্তী এক হাজার সালাত না পড়লেও হবে, এরূপ অর্থ কেউ বুঝে না। রমযানের ওমরা হজের বরাবর অর্থ সাওয়াবের ক্ষেত্রে বরাবর, সুতরাং রমযানের ওমরা ফরয হজের মোকাবেলায় যথেষ্ট নয়। এ জাতীয় হাদীস দ্বারা উৎসাহ প্রদান ও আল্লাহর অনুগ্রহের পরিমাণ বুঝানো উদ্দেশ্য। হজ ওমরা থেকে উত্তম সন্দেহ নেই, রমযানের ওমরায় হজের সমপরিমাণ সাওয়াব আছে, কিন্তু হজের যে বৈশিষ্ট্য, ফযীলত ও মর্যাদা রয়েছে যেমন আরাফা ও রমির দো‘আ করা, নহর করা, ইত্যাদি ওমরাতে কোথায়? -অনুবাদক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10533

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন